তৃতীয় দার্‌স

নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-

الدرس الثالث

نبي محمد ﷺ:

মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺকে শেষ নবী করে প্রেরণ করেন। তাঁর নবুওয়াত দিয়েই নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ করেন। তাঁকে আল্লাহ প্রেরণ করেন, যাতে তিনি মানুষকে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করার কথা শিক্ষা দেন এবং এর বিপরীত মূর্তিপূজা ইত্যাদি সহ যত কিছুর ইবাদত তারা করত, তার সবকিছুকে যেন তারা বর্জন করে। তিনি ﷺ মক্কায় নবী হিসাবে মনোনীত হোন তখন, যখন তাঁর বয়স ছিল ৪০বছর। নবী হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর জাতির মধ্যে বড় উন্নত গুণের মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বরং তিনি পুরো মানবতার মধ্যে সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সততা, বিশ্বস্ততা এবং উচ্চ নৈতিকতার গুণে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁর জাতি তাঁর উপাধি দিয়ে ছিল 'আল-আমীন' তথা বিশ্বস্ত'। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। লেখা-পড়া জানতেন না। আল্লাহ তাঁর উপর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন এবং সমগ্র মানবতাকে চ্যালেন্‌জ করেন যে, তারা অনুরূপ গ্রন্থ আনুক তো।

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী

১। আল্লাহর উপর ঈমান আনাঃ আল্লাহর উপর ঈমান আনা হল দ্বীনের মূল বিষয়। আর আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হল, তাঁর অস্তিত্বের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। আর এই বিশ্বাস রাখা যে, তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক ও সবার মালিক। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। সমগ্র বিশ্ব-জগতের পরিচালক। তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি পূর্ণ গুণে গুণান্বিত। তিনি সব রকমের দোষ-ত্রুটি ও সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে পাক ও পবিত্র।

২। ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনাঃ ফেরেশ্‌তাকুল হলেন এক অদৃশ্য জগৎ। তাঁরা সৃষ্ট। তাঁরা মহান আল্লাহর ইবাদত করেন। তাঁদের মধ্যে রুবূবিয়াত এবং উলূহিয়াতের গুণাবলীর কোন কিছুই নেই। মুসলিম তাঁদের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস রাখে। আর এ বিশ্বাসও রাখে যে, তাঁরা সংখ্যায় অনেক। আল্লাহ ছাড়া তাঁদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না।

৩। গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনাঃ মুসলিম বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সত্যের প্রকাশ ও তার প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য পূর্বের কিছু নবী ও রাসূলেদর উপর কয়েকটি গ্রন্থ নাযিল করেছিলেন। যেমন, মূসা -عليه السلام-এর উপর তাওরাত। ঈসা-عليه السلام-এর উপর ইঞ্জীল এবং দাউদ-عليه السلام-এর উপর যাবূর। আর যে কুরআন আল্লাহ শেষ নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-এর নাযিল করেছেন, তার উপরও বিশ্বাস রাখে। কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে মানবতার জন্য শেষ পায়গাম। কুরআন যা নিয়ে এসেছে, তা ছাড়া অন্য কোন আমল কারো পক্ষ হতে কবুল করবেন না। কুরআন হল পূর্বের গ্রন্থসমূহের প্রধান ও তার সত্যায়নকারী। কুরআনের বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহর তার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাতে কোন বিকৃতি ও পরিবর্তন সূচিত হবে না। পূর্বের কিতাবগুলি এর বিপরীত। তাতে বিকৃতি ও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কারণ, আল্লাহ কুরআনের মত পূর্বের কিতাবগুলির সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি।

৪। রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাঃ মুসলিম বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ মানুষদেরকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য এবং এর বিপরীত জিনিসকে বর্জন করার জন্য নবী ও রাসূল পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রুবূবিয়াত এবং উলূহিয়াতের গুণাবলীর কোন কিছুই ছিল না। তাঁরা ছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ তাঁদেরকে রাসূল হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। এ বিশ্বাসও তাঁদের উপর ঈমান আনার আওতাভুক্ত বিষয় যে, তাঁদের নবুওয়াত সত্য ছিল। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম জানা গেছে, তাঁদেরকে তাঁদের নামসহ বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁদের জানানো বিষয়গুলিকেও সত্য মনে করতে হবে। তবে আমল করতে হবে শেষ নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-এর শরীয়ত অনুযায়ী। কারণ, মুহাম্মাদ-ﷺ-প্রেরিত হওয়ার পর অন্য কোন শরীয়ত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

৫। শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাঃ শেষ দিবস বলতে কিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। এ দিন আল্লাহ হিসাব ও প্রতিদানের জন্য মানুষদেরকে পুনর্জীবিত করবেন। জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে অবস্থান করবে।

৬। ভাগ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাঃ মানুষকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ যা ঘটছে, যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে পারে এ সব সম্পর্কে অবহিত। আর এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ যা চাইবেন, তা-ই হবে এবং তিনি যা চাইবেন না, তা হবে না। অনুরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, যা কিছু সংঘটিত হয় তা তাঁর ইচ্ছাতেই হয় এবং সে সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে।